তারিখ 25 APR 2017
পৃষ্ঠা ১৬

সংবাদ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি শিক্ষক নেতাদের

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানানো হয়। গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হায়াত একাডেমিক ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্যের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ লিখিতভাবে পাঠ করেন সংগঠনের সদস্য সচিব মোহাম্মদ রফিউল আজম খান। লিখিত অভিযোগে জানানো হয় অধ্যাপক নুর উন নবী রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩ সালের ৬ মে উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর গত ৪ বছরে তার দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও স্বেচ্ছাচারী আচরণের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক শিক্ষার পরিবেশ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্যের ইন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র,

রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

রোকেয়া : বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর বিভিন্ন সময় সংঘটিত হামলা মামলার কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের তোয়াক্কা না করে তিনি যা উচ্ছে তাই করে যাচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বেশ কয়েকটি অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেন শিক্ষক নেতারা। এর মধ্যে আইন লঙ্ঘন করে উপাচার্য একাই ১৭টি পদ দখল করে আছেন। তিনি উপাচার্য হিসেবে যোগদানের কয়েক দিনের মাথায় ট্রেজারার পদ শূন্য হলেও তিনি সেই পদ পূরণ না করে যোগ্য লোক খোঁজা হচ্ছে বলে ৪ বছর ধরে নিজেই ওই পদ আঁকড়ে ধরে আছেন। এছাড়াও তিনি ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ই-লার্নিং সেন্টার, সাইবার সেন্টার, বহিরাঙ্গন ছাত্র পরামর্শ নির্দেশনা দফতরের পরিচালকের পদ দখল করে আছেন। এছাড়াও ৩টি অনুষদের ডিনের পদ ৩টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পদ দখল করে আছেন। এছাড়াও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদ, হিসাব পরিচালকের পদ শূন্য রেখে কাউকেই দায়িত্ব না দিয়ে নিজের কব্জায় রেখেছেন। প্রক্টরের মতো দায়িত্বপূর্ণ পদে একজন জুনিয়র শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়েছেন। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র বিভাগীয় শিক্ষকদের নিয়ে প্লানিং কমিটি গঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ২১টি বিভাগের ৯টি প্লানিং কমিটিতে অবৈধভাবে সদস্য হয়েছেন অধিপত্য বজায় রাখার জন্য।

এদিকে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক চরম সংকট থাকলেও ২০১৬ সালের ১২ এপ্রিল ইউজিসি অনুমোদিত ২১টি পদে এক বছরেও শিক্ষক নিয়োগের কোন উদ্যগ নেননি উপাচার্য। মেয়াদ শেষের দুই মাস আগে প্রহসনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তড়িঘড়ি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেন। প্রার্থীদের শুধুমাত্র এসএমএসের মাধ্যমে ডেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এছাড়া বিশেষজ্ঞ সদস্যগণ রংপুরে আসার সময় পান না এ অজুহাত দেখিয়ে শিক্ষক নিয়োগের বাছাই বোর্ড নজিরবিহীনভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছেন। তড়িঘড়ি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা ও ঢাকায় বোর্ড করার পেছনে নিয়োগ বাণিজ্যের খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা সংরক্ষণ করে রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করেছেন। যদিও হাইকোর্টের নির্দেশে এ নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে আরও অভিযোগ করা হয়, উপাচার্যের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে উন্নয়ন কাজে স্থবিরতা সৃষ্টি হয় এতে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও ছাত্রী হল নির্মাণের জন্য ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৯৭ কোটি টাকার একটি বিশেষ প্রকল্প একনেকে পাস হলেও উপাচার্যের দায়িত্বহীনতার কারণে সেই প্রকল্প শেষ করা নিয়ে অনিশ্চতা দেখা দিয়েছে। ওই দুটো প্রকল্পে এখন শুধু মাটি খোঁড়ার কাজ চলছে।

উপাচার্য ২০১৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৩ বছর ৪ মাসে ৫১৪ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে চরম স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে। এখনও তিনি অনুপস্থিত থাকলেও এখন নানান জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। এদিকে শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলনের ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা বানোয়াট এবং তাকে হেয় করার জন্য বলে দাবি করেছেন।